গাড়াবাড়ীয়াতে হামলার ঘটনায় মামলা, আটক ২

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়ীয়া হলদিপাড়া গ্রামে জমি দখলকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হামলার ঘটনায় ১৩ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে দুই আসামি হাফিজুল ইসলাম ও সাব্বির হোসেনকে আটক করেছে পুলিশ।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন, মো. আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে মো. শিহাব রেজা (৩৮), মো. বাবলু হোসেনের ছেলে মো. বাদল রানা, (৩৪), মৃত সাজদার আলীর ছেলে মো. পিতলা হোসেন (৪৫), উজুর ছেলে সাইফুল, আজাদ মিয়ার ছেলে মোঃ জুয়েল রানা, মোঃ মোস্তফার ছেলে মোঃ রাজু হোসেন, হাফিজুল ইসলাম, মোঃ কিবরিয়া, মোঃ মোস্তফা, মৃত রবকুল হোসেনের ছেলে মোঃ আব্দুল কুদ্দুস ও মোঃ বাবলু হোসেন, মোঃ সাহেব আলীর ছেলে মোঃ সাব্বির হোসেন, মোঃ জালাল উদ্দিন।

এজাহার সূত্রে জানা যায়, ঘটনার জমি সংক্রান্ত একটি দেওয়ানি মামলা বর্তমানে আদালতে চলমান রয়েছে। ওই বিরোধের জের ধরে ২৩ জানুয়ারি ২০২৬ দুপুর আনুমানিক ১২টা ৫০ মিনিটে গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়ীয়া হলদিপাড়া গ্রামে ভুক্তভোগী ভসিগাউর রহমানের (৪৭) গম ও লাউয়ের ক্ষেতে সংঘবদ্ধভাবে হামলা চালায় আসামিরা।

অভিযোগ অনুযায়ী, তারা লাঠি, লোহার রড, হাসুয়া, কাটারি দা, কাঠের বাটাম ও ট্রাক্টর নিয়ে ক্ষেতের মধ্যে ঢুকে ফসল নষ্ট করে চাষ দিতে শুরু করে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন জিয়াউর রহমান, চঞ্চল, মো. জামির হোসেন ও মো. মহিরুল ইসলাম। তখন আসামি মো. শিহাব সবাইকে হত্যার নির্দেশ দেয় এবং নিজ হাতে থাকা কাটারি দা দিয়ে জিয়াউর রহমানের পেটে আঘাত করলে গুরুতর জখম হয় এবং ভুঁড়ি বেরিয়ে আসে।

এছাড়াও চঞ্চল গুরুতরভাবে আহত হন, মো. জামির হোসেনের হাতের আঙুল কেটে যায়, মো. মহিরুল ইসলামের ডান হাতের কনুইয়ের ওপরে গুরুতর আঘাত লাগে, অন্যান্যদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারধর করা হয়।

আসামিরা আনুমানিক ১০ কাঠা জমির গম ও ১ বিঘা জমির লাউ ক্ষেত

ট্রাক্টর দিয়ে চাষ দিয়ে নষ্ট করে দেয়, যার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

উল্লেখ্য, গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়ীয়া হলদিপাড়া গ্রামে জমি দখলকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় চারজন গুরুতর আহত হয়। আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁদের মধ্যে জিয়ারুল ও চঞ্চলকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

মুজিবনগরে বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশনের রোগী বাছাই ক্যাম্প

মুজিবনগরে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় এবং অরভিস ইন্টারন্যাশনালের সহযোগিতায় ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ‘বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশনের রোগী বাছাই ক্যাম্প’ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ উপলক্ষে গতকাল শনিবার সকালে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে একটি ফ্রি চক্ষু ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।

ক্যাম্পে মেহেরপুরের আল-মক্কা চক্ষু হাসপাতালের একদল বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসক রোগী দেখেন। এতে এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা মোট ১৭৮ জন রোগী পরীক্ষা করেন, যার মধ্যে ১০০ জনেরও বেশি রোগীকে ছানি অপারেশনের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত করা হয়।

এই ক্যাম্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল এলাকার দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা চোখের ছানি সমস্যায় ভুগছেন, তাদের শনাক্ত করে বিনামূল্যে উন্নত চিকিৎসার সুযোগ করে দেওয়া। চিকিৎসকদের পেশাদারিত্ব, আন্তরিকতা ও যত্নশীল আচরণ রোগীদের মধ্যে আস্থা ও

স্বস্তি সৃষ্টি করে।

ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন বাগোয়ান সমৃদ্ধি ইউনিয়নের ইউনিয়ন প্রবীণ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আফজাল হোসেন, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ। তাঁদের উপস্থিতি ও সহযোগিতায় ক্যাম্পের কার্যক্রম সুশৃঙ্খল ও ফলপ্রসূভাবে পরিচালিত হয়।

এছাড়াও পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির উপ-নির্বাহী পরিচালক কামরুজ্জামান ও পরিচালক কামরুল আলম ক্যাম্পে উপস্থিত থেকে সার্বিক কার্যক্রম তদারকি করেন এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের মানবিক উদ্যোগ অব্যাহত রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

স্থানীয় মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ক্যাম্পটি একটি সফল সামাজিক উদ্যোগে পরিণত হয়। এই আয়োজন প্রমাণ করে, সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যখাত ও স্থানীয় প্রশাসনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন সম্ভব। চোখের আলো ফিরিয়ে দেওয়ার এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে মানবিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আরাফাত রহমান কোকো’র মৃত্যুবার্ষিকীতে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

মেহেরপুরে বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আরাফাত রহমান কোকো’র ১১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি ক্লাব, মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে শহরের ৫নং ওয়ার্ডের চক্রপাড়া মোড় এলাকায় এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় ক্লাবের সভাপতি নির্বাচিত মোঃ মনিরুল ইসলাম মনিরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির

সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। সভা সঞ্চালনা করেন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফূর্তি হাসান।

বক্তারা বলেন, আরাফাত রহমান কোকো ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ ক্রীড়া সংগঠক ও মানবিক মানুষ। ক্রীড়া উন্নয়নে তাঁর অবদান আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর আদর্শ ও কর্মকাণ্ড নতুন প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

এ সময় ক্লাবের অন্যান্য সদস্য, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও এলাকাবাসী উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভা শেষে মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর পৌর যু্বদল ও ছাত্রদলের উদ্যোগে নির্বাচনী প্রচারণা

মেহেরপুর পৌর যু্বদল ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে ৬নং ওয়ার্ডে মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (২৪ জানুয়ারী) বিকেলে পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডে মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা, গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কর্মসূচিতে যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ধানের শীষের পক্ষে স্লোগান দেন, সাধারণ মানুষের মাঝে ধানের শীষ প্রতীকের লিফলেট বিতরণ করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন কামনা করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর যুবদলের সদস্য সচিব নওশেল আহমেদ রনি, যুগ্ম আহবায়ক শিমুল বিশ্বাস,যুবনেতা নাহিদ মাহাবুব সানী, পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব জারজিস ইউসুফ রমিকসহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুরের পিরোজপুরে জামায়াতের নারী কর্মীদের প্রচারণায় বাধা, হামলার অভিযোগ

মেহেরপুরে জামায়াতের নারী কর্মীদের নির্বাচনি প্রচারণায় বাধা দেওয়ায় বিএনপি নেতাকর্মীদের সঙ্গে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সকালে সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের গহরপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, আশরাফুল ইসলাম, আনছারুল ইসলাম ও সোহেল রানা। পরে তাদের স্থানীয় একটি ক্লিনিকে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে জামায়াতের একদল নারী কর্মী গহরপুর গ্রামে আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে গণসংযোগে বের হন। এ সময় একই গ্রামের বিএনপি কর্মী হিসেবে পরিচিত আলেহীম ও তার সহযোগীরা তাদের প্রচারণায় বাধা দেন বলে অভিযোগ ওঠে। এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং তা হাতাহাতিতে রূপ নেয়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ূন কবির জানান, ভোটের প্রচারণার সময় দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। তবে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কেউ থানায় লিখিত অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উল্লেখ্য, জামায়াতের নেত্রীদের ওপর হামলার অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছে জামায়াত ইসলাম। আজ শনিবার বিকালে মেহেরপুর জেলা জামায়াতের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুরে জামায়াত কর্মীদের উপর হামলার ঘটনায় সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুর সদর উপজেলার গহরপুর গ্রামে মহিলা জামায়াতের নেত্রীদের ওপর হামলার অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছে জামাত ইসলাম।

আজ শনিবার বিকালে মেহেরপুর জেলা জামায়াতের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্য রাখেন জেলা জামাতের রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন।

তিনি বলেন, বিএনপি কর্মী আলিহিম ৭ দিন পূর্বে হুমকি দিয়ে বলেন এলাকায় কোন মহিলা জামায়াত নেত্রী ভোট চাইতে পারবেনা। ভোট চাইলে তাদের ঠ্যাং ভেঙ্গে দেওয়া হবে। চোরের অপবাদ দিয়ে পেটানো হবে। কোন মহিলাকে গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হবেনা। সাধারণ মানুষ যারা জামায়াত সমর্থক তাদের বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। ভোট কেন্দ্রে যাইতে দেবেনা। তার জের ধরে শনিবার সকাল ১১টার দিকে গহরপুর গ্রামে মহিলা জামায়াতের নেতা কর্মীরা নির্বাচনী কাজে গেলে আলিহিম ও হায়দারের নেতৃত্বে ৭-৮ জনের সন্ত্রাসীরা মহিলাদের উপর হামলা করে ও গালিগালাজ করে। এক পর্যায়ে কুরআন দিয়ে শপথ করাচ্ছে এমন মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে তাদের হাসুয়া দেখিয়ে জোর পূর্বক একটি বাড়িতে আটকিয়ে জিম্মি করে রাখে।

রুহুল আমিন আরো বলেন, মহিলাদের উপর হামলা ও জিম্মি করে রাখার খবর পেয়ে তাদের উদ্ধারের জন্য স্থানীয় জামায়াত কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌছালে আলিহিম ও হায়দারসহ ৭-৮ জনের সন্ত্রাসী টিম জামায়াত কর্মীদের উপরে হামলা করে। এতে আনছারুল, আশরাফুল ও সোহেল রানা নামের তিনজন জামায়াত কর্মী আহত হয়।

হামলার খবর শুনে জামায়াতের নির্বাচনী টহল টিম ঘটনাস্থলে পৌছলে তাদের উপরও হামলা করে এবং তাদের ২ জনকে আহত করে।

প্রশাসনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, অবিলম্বে প্রকৃত ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যাক্তিদের আইনের আওতায় নিয়ে বিচার করতে হবে ও নির্বাচনী লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করতে হবে, অন্যথায় কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য প্রশাসন দায়ী থাকবে।

সংবাদ সম্মেলনে জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, নির্বাচন সচিব আব্দুর রহমান ও তার সেক্রেটারি খাইরুল বাশার, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ‘সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজব প্রতিরোধ’ শীর্ষক আলোচনা সভা

মেহেরপুরে সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজব প্রতিরোধ শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার দুপুর ১২টার দিকে দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকার জেলা প্রতিনিধির কার্যালয়ে বসুন্ধরা শুভসংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি রফিকুল আলম বকুলের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন সংগঠনের উপদেষ্টা ও কালের কন্ঠ প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব চান্দু, ইংরেজি লেখক ও গবেষক ও সংগঠনের সহ-সভাপতি এম এ বাসার, সদস্য সানোয়ার হোসেন, রফিকুল ইসলাম, সাকিব হাসান রুদ্র, মো. রাফি হাসান, ইয়াসির ইউসুফ ইমন, আরশাদ আওসাফ রাফি প্রমুখ।

আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির যুগে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে আমরা অনেক সুফল পাচ্ছি, কিন্তু ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তির এই সুযোগকে কাজে না লাগিয়ে আমরা অপব্যবহার বেশি করছি। যার ফলে সমাজে হিংসা- বিদ্বেষ এবং মানহানিকার ঘটনা ঘটছে।

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমাদের এ সকল বিষয়গুলো ভেবেচিন্তে ব্যবহার করতে হবে। না বুঝে,না জেনে কোন কিছু শেয়ার করা করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুমোদন পেল দুটি সাবজেক্ট

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুমোদন পেয়েছে দুটি সাবজেক্ট।

গতকাল শুক্রবার মেহেরপুর আইটি ট্রেনিং ও ইন্টিগ্রেশন সেন্টার এর উদ্বোধনী মতবিনিময় সভায় মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দীন এ কথা বলেন।

অনুমোদিত সাবজেক্ট দুটি হল, Computer Science & Engineering (CSE) এবং English Language & Communication Studies.

মেহেরপুর পৌর ডিগ্রি কলেজের নতুন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ফয়েজ মোহাম্মদ

মেহেরপুর পৌর ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মহসিন আলী আঙ্গুরকে তার পদ থেকে অপসারণ করে কলেজের সহকারী অধ্যাপক ও সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন ও কার্যকর করেছে।

ম্যানেজিং কমিটি সূত্রে জানা যায়, কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ একরামুল আজিম অবসর গ্রহণের পর মহসিন আলী আঙ্গুরকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ঘনিষ্ঠ হিসেবে কাজ করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

অভিযোগে বলা হয়, নিজের স্বার্থ ও পদোন্নতির উদ্দেশ্যে তিনি নিয়মনীতি উপেক্ষা করে সাবেক অধ্যক্ষ একরামুল আজিমকে প্রভাবিত করে কলেজের নাম পরিবর্তন করেন। এ সময় তাঁকে সাবেক মন্ত্রীর বিভিন্ন দলীয় ও নির্বাচনী সভা-সমাবেশে নিয়মিত উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। এমনকি নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য হিসেবে নৌকা প্রতীকের প্রচারণা ও মিছিলে সরাসরি অংশ নেওয়ার অভিযোগও রয়েছে।

এছাড়াও কলেজের নাম পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের নাম ব্যবহার করে প্রায় ৩০ লাখ টাকার দুর্নীতি করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে।

অভিযোগে আরও বলা হয়, কলেজকে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাদের নিয়মিত আমন্ত্রণ জানিয়ে সংবর্ধনা, ক্রেস্ট প্রদান ও ভুরিভোজের আয়োজন করা হয়, যা কলেজের তহবিল থেকে ব্যয় করা হয়েছে।

এসব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কলেজের ম্যানেজিং কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে মহসিন আলী আঙ্গুরকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের পদ থেকে অপসারণ করে এবং সহকারী অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মহসিন আলী আঙ্গুরের অপসারণপত্র অনুমোদন ও কার্যকর করে মেহেরপুর পৌর ডিগ্রি কলেজ কর্তৃপক্ষকে আনুষ্ঠানিক চিঠি প্রদান করেছে।

এ বিষয়ে সাবেক অধ্যক্ষ মহসিন আলী আঙ্গুর বলেন, ক্ষমতার বলে এইসব অভিযোগ এনে আমাকে অপসারণ করানো হয়েছে।

এ দেশে আবারও নতুন করে কোন স্বৈরাচার তৈরীর পটভূমি তৈরি হতে দেব না

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেছেন, আজকে আমরা দায় ও দরদের রাজনীতি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। এই দায় হচ্ছে আমাদের এমন একটি নতুন পথের দিশা জাতিকে দিতে হবে যেখানে আর কখনো আমাদের দেশে নতুন কোন স্বৈরাচার তৈরীর পটভূমি তৈরি হতে দেব না।

যেহেতু আমাদের রাজনীতিকে জবাবদিহিতার রাজনীতি করতে হবে আমাদের সকল প্রতিষ্ঠানগুলোকে জবাবদিহিতা মূলক করতে হবে সরকারকে জবাবদিহিতা করতে হবে যার জন্য আমাদের ম্যানিফেস্ট দরকার যে ম্যানিফেস্ট সাধারণ মানুষের ম্যানিফেস্ট। সেজন্য আমাদের প্রধান উপদেষ্টা দীর্ঘ বক্তৃতার মাধ্যমে বুঝিয়েছেন বলেছেন কেন গণভোট দরকার।

তিনি আরো বলেন, গণভোট বিশ্বের যেসব দেশে স্থিতিশীলতা আছে জবাবদিহিতা আছে গণতন্ত্র আছে সেসব দেশে আমরা দেখেছি রেফারেনডম এর মাধ্যমে সংবিধান তৈরি করা হয় পরিবর্তন করা হয়। বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের সংবিধানের কোন রেফারেনডম নাই আবার অন্যদিকে সংবিধানের জন্য গণপরিষদ করা হয়। এই গণপরিষদের বিতর্কে ১৯৭২ সালে এই বিষয়গুলো আলোচনায় এসেছিল ক্ষমতার ভারসাম্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা এ তিনটি বিষয় সেখানে ওভারকাম করা হয়েছিল।

আজ শুক্রবারে বেলা সাড়ে ৩টায় ড. শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে অনুষ্ঠিত উদ্বুদ্ধকরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব এসকল কথা বলেন।

তিনি আরোও বলেন, আমরা দেখেছি ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী এত ক্ষমতায়িত যে ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী সংসদের নেতা ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী কেবিনেটের মন্ত্রিপরিষদের নেতা ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী কার্যত আদালতের নেতা। ফলে ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রীর যে ইচ্ছা সেই ইচ্ছাই সবকিছু । এখানে দুর্নীতি দমন কমিশন কাজ করতে

পারেনা বাংলাদেশ পুলিশ কাজ করতে পারে না এখানে বিচারালয় কাজ করতে পারে না । ফলে আমরা দেখে এ রাষ্ট্র অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে পরিণত হয়েছে আর অকার্যকর রাষ্ট্র তার ক্ষমতার অপব্যবহার করার জন্য সাংস্কৃতিক একটা ফ্যাসিবাদ চালু করে দেয় ফলে একদিকে বিরামহীন ক্ষমতা অপরদিকে সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ এই দুইয়ের সদস্যে আমরা দেখেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী গুলো পরপর স্বৈরাচার হয়ে উঠেছে এবং এই স্বৈরাচারের ফলে আমাদের এখানে গুম খুন হয়েছে এবং বিচার বহিরভূত হত্যার মহামরি হয়েছে প্রধানমন্ত্রী চাইলেই যে কাউকে যখন তখন হত্তার নির্দেশ দিতে পারে রাষ্ট্রপতি চাইলেই ফাঁসির দন্ডপ্রাপ্ত আসামীকে মুক্ত করে দিতে পারে। রাষ্ট্রপতি চাইলেই যা ইচ্ছা তাই করতে পারে প্রধানমন্ত্রী চাইলেই যা ইচ্ছা তাই করতে পারি ফলে রাষ্ট্র কোন ভাবে কাজ করছে না।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (ঐকমত্য) মনির হায়দার, মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দিন, পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ড. এ.কে.এম নজরুল কবির ও নির্বাচন অফিসার মো: এনামুল হক।

এছাড়াও সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলাম, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনীর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।